'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকে শকুন্তলার চরিত্র বর্ণনা কর।(Marks 10)

সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রত্নস্বরূপ **'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'** নাটকের নামকরণে নায়িকা শকুন্তলার যে গুরুত্ব ফুটে উঠেছে তার উপযুক্ত শারীরিক, মানসিক ও চারিত্রিক গুণাবলীতে সমৃদ্ধ করেই বিশ্ববরেণ্য মহাকবি কালিদাস **শকুন্তলা চরিত্রটি** অঙ্কিত করেছেন।

অ) অপরূপা রূপলাবণ্যময়ী শকুন্তলাঃ– অপরূপা রূপলাবণ্যময়ী শকুন্তলা হলেন এই নাটকের নায়িকা। তাঁর জন্ম হয় ঋষি বিশ্বামিত্রের ঔরসে এবং স্বর্গের অপ্সরা মেনকার গর্ভে। জন্মাবধি সে পিতা-মাতার দ্বারা পরিত্যক্তা-পালিতা হয়েছে কুলপতি মহর্ষি কণ্বের স্নেহাশ্রয়ে, মালিনী নদীর তীরে তপোবনে। জন্মসূত্রে সে পেয়েছে অপরূপ-রূপলাবণ্য।রাজা দুষ্যন্তের কথায়-

১)'শুদ্ধান্তদুর্লভমিদং বপুরাশ্রমবাসিনো যদি জনস্য।'(প্রথম অঙ্ক)

২)"মানুষীষু কথং বা স্যাদস্য রূপস্য সম্ভবঃ।

ন প্রভাতরলং জ্যোতিরুদেতি বসুধাতলাৎ।।"(প্রথম অঙ্ক)

আ) প্রকৃতির প্রতি অকৃত্রিম সৌহার্দ্য হল শকুন্তলার চরিত্রের একটি লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্যঃ– শকুন্তলা প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতিরই এক অংশ বোধ হয়।সোদরস্নেহে সে বৃক্ষে জলসেচন করে-কেবলমাত্র তাত কণ্বের নিয়োগে কর্তব্যপালনমাত্র তা নয়। আশ্রমের সহকারতরু,বনজ্যোৎস্না লতা-এসবের সামান্য আন্দোলনেও তাদের মনের কথা বুঝতে পারে সে।প্রসাধনপ্রিয় হয়েও সে গাছের পল্লব ভাঙ্গে না। গাছে জলসেচন না করে সে নিজে জলগ্রহণ পর্যন্ত করেনা।আশ্রমের হরিণ-শাবকের মুখ কুশক্ষত হলে মাতৃস্নেহে সযত্নে সে ইঙ্গুদীর তেলের প্রলেপ লাগায়। চতুর্থ অঙ্কে আমরা দেখি- পতিগৃহে যাবার সময় তাত-কণ্বের কাছে শকুন্তলার অনুরোধ-এই হরিণীর নির্বিঘ্ন প্রসবসংবাদ যেন তাকে জানান হয়-**"তাত,এষা উটজপর্যন্তচারিণী গর্ভমন্থরা মৃগবধূঃ যদা অনঘপ্রসবা ভবতি তদা মহ্যং কমপি প্রিয়নিবেদয়িতৃকং বিসর্জয়িষ্যথ।"(চতুর্থ অঙ্ক)**মানুষ আর প্রকৃতির মধ্যে সামান্যতম ভেদজ্ঞানও তাঁর আচরণে আমরা খুঁজে পাই না।

ই) শকুন্তলা সোদ্যোযৌবনাঃ–সখীদের সঙ্গে শকুন্তলার সবসময়ই যেন হাস্যপরিহাসের সম্পর্ক।সখীরা কৌতুকের মধ্যে উদ্ গত যৌবন সম্বন্ধে তাকে সচেতন করে তুলেছে। এই অবস্থাতেই রাজা দুষ্যন্তের আগমন। যৌবনের প্রভাবকে শকুন্তলা অস্বীকার করতে পারেনি-একথা সত্য। শকুন্তলার কথায়-**"কিং ন খলু ইমং প্রেক্ষ্য তপোবনবিরোধিনঃ বিকারস্য গমনীয়াস্মি সংবৃত্তা।।"**সেই সঙ্গে এটাও সত্য যে,সে রাজা দুষ্যন্তের কাছে বহুবার সংযম রক্ষার অনুরোধ করেছে।

ঈ) শকুন্তলা অতি সংকোচপরায়ণা মুগ্ধা নায়িকাঃ– শকুন্তলা বিরহানলে অত্যন্ত সন্তপ্তা হয়েও অন্তরঙ্গ দুই প্রিয়সখী অনসূয়া ও প্রিয়ংবদার কাছে সে তার অনুরাগের কথা বলতে পারে নি। দুই প্রিয়সখীর অনেক পীড়াপীড়ির পর তবে খুবই সংকোচের সঙ্গে মনের কথাটি বলেছে।

ঊ) শকুন্তলা পরাধীনা নায়িকাঃ–কণ্বমুনির অভিভাবকত্বে থাকায় শকুন্তলা নিজেকে পরাধীন মনে করেছে। তাই স্বাধীনভাবে দুষ্যন্তের সঙ্গসুখ উপভোগে তার মন সায় দেয় নি।দুষ্যন্ত তার গায়ে হাত দিলে সে বলেছে- **"পৌরব!রক্ষ বিনয়ম্।মদনসন্তপ্তাপি নং খল্বাত্মনঃ প্রভবামি।"**রাজা তবু চাপ দিলে সে অন্ততঃ সখীদের সম্মতি পাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। সুতরাং শকুন্তলাকে পরাধীনা নায়িকা বলা যায়।

ঋ)পাতিব্রত্যের নিকট শকুন্তলাচরিত্র সসম্মানে উত্তীর্ণঃ–প্রিয়তম পতি তথা দুষ্যন্ত চরমতম অপমান করা সত্ত্বেও শকুন্তলা মারীচাশ্রমে কঠোর বিরহব্রত পালন করেছে– **'বসনে পরিধূসরে বসানা নিয়মক্ষামমুখী ধৃতৈকবেণিঃ।'** আবার রাজা যখন তাকে রূঢ়ভাবে অপমান করে প্রত্যাখ্যান করার জন্য শকুন্তলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন, তখন সে রাজাকে দোষ না দিয়ে সেটা তার নিজের পূর্বজন্মের কোনো পাপকর্মের ফল বলেই মনে করেছেন–**"নূনং মে সুচরিতপ্রতিবন্ধকং পুরাকৃতং তেষু দিবসেষু পরিণামমুখম্ আসীৎ যেন সানুক্রোশঃ অপি আর্যপুত্রঃ ময়ি বিরসঃ সংবৃত্তঃ।"**

স্বামী কর্তৃক প্রত্যাখ্যাতা হয়েও শকুন্তলা তাঁরই প্রতীক্ষায় 'নিয়মক্ষামমুখী', ' একবেণীধরা' প্রোষিতভর্তৃকার জীবন বেছে নিয়েছে।সব ভাগ্যের বিড়ম্বনাজ্ঞানে কঠোর কৃচ্ছ্রতায় স্বামীর মূর্তি অন্তরে জাগরিত রেখে,তপস্যার প্রতিমূর্তি হয়ে সে আমাদের কাছে ধরা দেয়।দুষ্যন্তের সঙ্গে দেখা হলে সে তাঁকে ক্ষমা করেছে। শকুন্তলার চরিত্রে ভাবাবেগপরবশ প্রণয়ের উচ্ছলতা থেকে শুচিস্নিগ্ধ নির্মোহ প্রেমের যে উত্তরণ লক্ষ্য করা যায় তাকেই **রবীন্দ্রনাথ** বলেছেন **শকুন্তলা চরিত্রের পূর্বমেঘ এবং উত্তরমেঘ।**

আজন্ম আশ্রমপরিমণ্ডলে পরিপালিতা শকুন্তলার সহজাত প্রকৃতিপ্রেম,সর্বব্যাপী স্নেহ, আত্মমর্যাদাবোধ ও ক্ষমাশীলতা বিশ্বসাহিত্যে শকুন্তলারচরিত্রকে এক মহান বৈশিষ্ট্যে ও গৌরবে মহিমান্বিত করেছে।